- বিভিন্ন মাতৃভাষার দ্বিভাষিক কবিতা সংকলন, ভাষা-আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত সংকলন-প্রকাশনা।
- ভাষাভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দেশের অভ্যন্তর ও বহির্দেশের গবেষকদের ফেলোশিপ/স্কলারশিপ প্রদান।
- মাতৃভাষার উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও প্রমিতায়নে অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা পদক (IMLI Medal) প্রদান।
- পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা ও লিপিসমূহের বিশেষ করে লিখন পদ্ধতির আর্কাইভ ও জাদুঘর নির্মাণ, তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা।
- ভাষা সংরক্ষণের জন্য আধুনিক ভাষা-জাদুঘর প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- আন্তর্জাতিকমানের লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা ও ভাষাকেন্দ্রিক টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা।

ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউট

ইউনেস্কোর ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউট হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি-চুক্তি ১২ জানুয়ারি ২০১৬ স্বাক্ষরিত হয়।

সহযোগিতার ধরন ও প্রকৃতি

- জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়;
- ইউনেস্কো-আয়োজিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ;
- মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে উৎসাহদানের জন্য জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলির মধ্যে অভিজ্ঞতা ও তথ্যবিনিময়;
- মানবসম্পদ উন্নয়নে ভাষাশিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও কর্মকর্তাবৃন্দের বিভিন্ন দেশ/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়;
- মাতৃভাষার মাধ্যমে অন্তত একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ ও মাতৃভাষার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ।

প্রকাশনা

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মরণিকা
- IMLI Newsletter
- মাতৃভাষা-বার্তা
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা (মাতৃভাষা ও Mother Language)
- ভাষাসম্পর্কিত অন্যান্য প্রকাশনা

প্রশিক্ষণ

- সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের 'প্রমিত বাংলাভাষার ব্যবহার' শীর্ষক ৫-দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা।

বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

- **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প** (১ম পর্যায়) স্থাপনা (১২-তলা ভিত্তি-বিশিষ্ট ইনস্টিটিউট ভবনের ৩-তলা পর্যন্ত নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে (১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১০)।

চলমান প্রকল্প

- **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প** (২য় পর্যায়) স্থাপনা (ইনস্টিটিউট ভবনের ৬-তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী ভবন নির্মাণ, ভার্চুয়াল-আর্কাইভ ও জাদুঘর প্রতিষ্ঠাসহ লাইব্রেরি অটোমেশন);
- **বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা** (বাংলাদেশে বসবাসরত সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষিক পরিস্থিতি ও ভাষিক সম্প্রদায়ের বাস্তব অবস্থা ও অবস্থান নির্দেশ। এ সমীক্ষা প্রতিবেদন মূলত ১০ খণ্ডে (বাংলা ১০ + ইংরেজি অনূদিত ১০) প্রকাশিত হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ

- বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলির ভাষা ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত ডিজিটাল আর্কাইভ নির্মাণ);
- বাংলাদেশের উপভাষা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;
- বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা (সংশোধিত);
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প স্থাপন (৩য় পর্যায়)।

বর্ণিত কার্যাদি এবং প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহ দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রভূত সহায়ক; এগুলি বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম সম্প্রসারণে সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

(একটি ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউট)

শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
১/ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৮-০২-৮৩৯১৩৪৬, ৮৩৯১২৩৯
ইমেইল: imli.moebd@gmail.com
www.imli.gov.bd

পটভূমি

পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই অনন্য স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা ও বাঙালি জাতির ভাষাশ্রয়ী সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় আত্মদানকারী ভাষাশহীদদের ত্যাগ বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করে। এ ঘোষণা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ভাষিক সম্প্রদায়কে উজ্জীবিত এবং নিজেদের মাতৃভাষার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশে প্রেরণাদীপ্ত করে তোলে।

কানাডাপ্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুজাতিক ও বহুভাষিক সংস্থা *The Mother Language Lovers of the World*-এ গৌরব অর্জনে প্রাথমিকপর্যায়ে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-র ত্বরিৎ প্রচেষ্টা গ্রহণ ও তাঁর সরকারের কূটনৈতিক সাফল্যের ফলে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ইতিহাসের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে বিজড়িত হয়ে আছেন।

পরবর্তীকালে তিনি ১৫ মার্চ ২০০১ ঢাকার সেগুনবাগিচার ১/ক শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণিতে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি এ. আনানের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে নবনির্মিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবন উদ্বোধন করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নিজ অধিক্ষেত্রে অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের অঙ্গীকারসহ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটিগরি-২ ইনস্টিটিউটের মর্যাদা পেয়েছে। এর দায়িত্ব এখন আরও বেড়েছে।

আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক ১২ অক্টোবর ২০১০ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন পাস হয় এবং আইনটি বাংলাদেশ গেজেট (অতিরিক্ত সংখ্যা)-এ ২৭ জানুয়ারি ২০১১ প্রকাশিত হয়।

পরিচালনা বোর্ড

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আইন ২০১০ অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ইনস্টিটিউটের সংবিধিবদ্ধ পরিচালনা বোর্ড ও সচিবালয় রয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী এ বোর্ডের সভাপতি এবং ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক সদস্য-সচিব।

জনবল

ইনস্টিটিউটে ১৭টি প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার পদসহ মোট ৯৮টি অনুমোদিত পদ রয়েছে। এর মধ্যে আছে: ১ জন মহাপরিচালক, ২ জন পরিচালক, ৪ জন উপপরিচালক, ৮ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন প্রোগ্রামার ও ১ জন অনুবাদক। বর্তমানে ১১ জন কর্মকর্তা এবং ৩১ জন কর্মচারী কর্মরত। অবশিষ্ট জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলছে।

আমাই বৃত্তান্ত

জমির পরিমাণ: ১.০৩ একর

ভৌত সুবিধাদি

- **নিজস্ব ভবন** (গাড়ি পার্কিং সুবিধাসহ ৬-তলা ভবন);
- **অডিটোরিয়ম** (তাপানুকূল, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা সংবলিত ও ৪১৪ আসনবিশিষ্ট);
- **ভাষা-জাদুঘর** (বিশ্বের মাতৃভাষা-পরিস্থিতির পরিচয় সংবলিত; জাতীয় দিবসগুলিতে ও সরকারি ছুটির দিন ছাড়া সপ্তাহের প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পরিদর্শন করা যায়);
- **বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ** (বাস্তবে পরিদর্শন করা যায়। অচিরেই ভার্চুয়াল হবে);
- **লাইব্রেরি** (অটোমেশন সংবলিত);
- **ভাষা-ল্যাব** (আধুনিক অডিও-ভিজুয়াল সুবিধাসহ ডিজিটাল ল্যাব);
- **ভাষা-শিক্ষাকেন্দ্র** (ইংরেজি, আরবি, কোরীয়, জাপানি, ফরাসি ও চীনা ভাষার প্রশিক্ষণ কোর্স রয়েছে। আসনসংখ্যা ৩০। অচিরেই বিদেশিদের জন্য বাংলা শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে);
- **অতিথি-কক্ষ** (৭টি সুসজ্জিত তাপানুকূল কক্ষ রয়েছে);
- **সেমিনার ও কনফারেন্স রুম** (আধুনিক সুবিধাদি সংবলিত)।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি

- মাতৃভাষা প্রচারে উৎসাহদান, মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও প্রমিতায়ন;
- এশিয়ায় ও এ-অঞ্চলের বাইরে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাপ্রচলনে গবেষণা;
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন; ভাষাসংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রমিতায়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;
- ভাষা-জাদুঘর ও বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ নির্মাণ ও পরিচালনা;
- ভাষা-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ভাষা-শিক্ষাদান কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা;
- ভাষাসম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপের আয়োজন;
- ভাষা ও ভাষাসম্পর্কিত পত্রিকা প্রকাশ এবং
- ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় দক্ষতাবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।

কর্ম-পরিকল্পনা

- দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে বাংলাভাষার সম্প্রসারণ ও আন্তর্জাতিকীকরণের কর্মসূচি গ্রহণ।
- বিশ্বের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা।
- জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সকল রাষ্ট্রে বাংলা ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস প্রচারের জন্য বাংলাভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য মাতৃভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
- ভাষা ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স প্রচলনের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বিভিন্ন ভাষার অভিধান বা কোষগ্রন্থ রচনা এবং তা হালনাগাদকরণ।
- বিশ্বের সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষার প্রাপ্ত লিখন পদ্ধতির নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।